মুক্তিযোদ্ধা পশারীর জানাজা ও দাফনে বাধার অভিযোগে মেহেরপুরে প্রতিবাদ

পিরোজপুরে নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মানিক পশারীর জানাজা ও দাফনে জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের বাধা দেওয়া এবং তাঁর প্রতি অসম্মানজনক আচরণের অভিযোগে মেহেরপুরে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ডের উদ্যোগে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে আজ সোমাবর এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ডের কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, সদস্য সচিব আব্দুর রশিদ, জেলা ডেপুটি কমান্ডার মো. সিরাজুল ইসলাম, পৌর কমান্ডার জামিল উদ্দিন ও সদর থানা কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা কমান্ডার ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আহসান আলী খান, গাংনী উপজেলা কমান্ডার ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মতিউর রহমান, পিরোজপুর ইউনিয়ন কমান্ডার মো. ইদ্রিস আলী, থানা সদস্য চাঁদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা রায়হানুল কবির এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কমান্ড, মুজিবনগর শাখার সভাপতি মো. মোখলেছুর রহমানসহ অন্য মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদের নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার জানাজা ও দাফনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত নিন্দনীয়। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যাঁরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা সবার নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তাঁরা।

বক্তারা আরও বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ও আত্মত্যাগ জাতির ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের অসম্মান করার যেকোনো অভিযোগ

গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এ সময় নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মানিক পশারীর জানাজা ও দাফনে বাধা দেওয়ার অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান বক্তারা।

গাংনী সীমান্তে ১৮ কেজি গাঁজা ও ৫৬ বোতল মদ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক দুটি মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ১ লাখ ৭৭ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল রোববার রাতে উপজেলার ধলার মাঠ ও মথুরাপুর রিফিউজি পাড়ার মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

সোমবার বেলা ১২টার দিকে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার ধলা বিওপির আওতাধীন ধলার মাঠ এলাকায় বিজিবির একটি টহল দল অভিযান চালায়। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ১৮ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৬৩ হাজার টাকা।

অপরদিকে, কাজীপুর বিওপির আওতাধীন মথুরাপুর রিফিউজি পাড়ার মাঠ এলাকায় কাজীপুর বিজিবির টহল দল অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ৭৫ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ ও ৫৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করে। এসব মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লাখ ১৪ হাজার টাকা।

পৃথক দুটি অভিযানে উদ্ধার করা মাদকদ্রব্যের সর্বমোট আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ৭৭ হাজার টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার ও

চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি সর্বদা সতর্ক ও তৎপর রয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার, মাদক পাচার প্রতিরোধ এবং চোরাচালান নির্মূলে নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। মাদক ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে বিজিবির অবস্থান সম্পূর্ণ আপসহীন। মাদকমুক্ত, নিরাপদ ও সুরক্ষিত সীমান্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে অরণি থিয়েটারের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

অরণি থিয়েটারের পথচলার ৩৩ বছর উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের শুভ সূচনা করা হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় অরণি থিয়েটার কার্যালয়ে কেক কেটে এ আয়োজনের সূচনা করা হয়।

বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় পরবর্তীতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী ১৩ নভেম্বর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে নানা আয়োজন বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ সময় অরণি থিয়েটারের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক এম আলম বাপ্পি, সদস্য সচিব শামসুজ্জামান রন্টু, মিঠু, এম সাইদুর, পোলেন, কামরান, তারিক, সোনিয়া, পাপিয়া, সজন, বাবু, মালেক, গিয়াস, আমিন, সামারুল, লাল্টু, কুতুব, সাঈদসহ কমিটির সদস্য ও শিল্পী- কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের কমিটি

বিলুপ্ত ঘোষণা

মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদ। একই সঙ্গে শিগগিরই এ দুই ইউনিটের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

রোববার (১ নভেম্বর) কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের দপ্তর সম্পাদক (সহ-সভাপতি পদমর্যাদা) মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মুজিবনগর সীমান্তে ৭ কোটি টাকার ৩২টি স্বর্ণের বারসহ আটক ২

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৩২টি স্বর্ণের বারসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক ওজন ৩ কেজি ৯৪১ গ্রাম এবং বাজারমূল্য ৭ কোটি ৩৫ লাখ ১৯ হাজার ৩৫৫ টাকা।

রবিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা সীমান্ত এলাকার নাগারবিল থেকে তাঁদের আটক করা হয়।



চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬
বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট
কর্নেল মো. নাজমুল হাসান প্রেস
বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর নতুনপাড়া গ্রামের আবু বক্করের ছেলে মো. আসাদুল (৫০) এবং একই গ্রামের মাদারের ছেলে মো. জুয়েল হোসেন (৩০)।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন তথ্যর ভিত্তিতে নাজিরাকোনা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১১০-এর প্রায় ৭০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাগারবিল এলাকা দিয়ে স্বর্ণ পাচারের চেষ্টা চলছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের নির্দেশনায় হাবিলদার মো. শামীমুর রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহলদল ওই এলাকায় কৌশলগত অবস্থান নেয়।

পরে দুপুর আনুমানিক ১২টা ৪০ মিনিটে দুই ব্যক্তিকে একটি ব্যাগ নিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে টহলদল তাঁদের চ্যালেঞ্জ করে। এ সময় তাঁরা ব্যাগটি ফেলে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে দুজনকে আটক করেন। পরে উপস্থিত জনসাধারণের সামনে ব্যাগ তল্লাশি করে ৩২টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি জানায়, আটক দুই ব্যক্তিকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধার করা স্বর্ণ মেহেরপুর ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, সীমান্তে চোরাচালান, মাদক পাচার ও অন্যান্য অপরাধ দমনে বিজিবি সতর্ক ও তৎপর রয়েছে। দেশের সীমান্ত সুরক্ষা এবং চোরাচালানমুক্ত সীমান্ত নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন

“দক্ষ যুব গড়বে দেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাতীয় যুব দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালী,আলোচনা সভা, সনদপত্র ও যুব ঋণের চেক বিতরণ এবং ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১ নভেম্বর) সকাল ১১টায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে একটি বর্ণাঢ্যা র্যালী উপজেলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে আলোচনা সভা, সনদপত্র ও যুব ঋণের চেক বিতরণ এবং ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালী ও আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান এর সভাপতিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুপায়ন দেব।

অনুষ্ঠানে যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তরুণদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে সনদপত্র ও যুব ঋণের চেক বিতরণ এবং ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনের মাধ্যমে যুবকদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

যুবসমাজ দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম চালিকাশক্তি। যথাযথ প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে তরুণেরা নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রয়কের কার্যালয়ের সহকারী খাদ্য পরিদর্শক গিয়াস উদ্দিন এর সঞ্চালনায়,র্যালী ও আলোচনা সভায় উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুপায়ন দেব,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান,মেহেরপুর জেলা বিএনপির

সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ,উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান,মুজিবনগর প্রসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স,সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, গুড নেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিপুল রেমা,সুজন এর উপজেলা সভাপতি ওয়াজেদ আলী খাঁন, সুশান্তা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সাধারণ সম্পাদিকা সাফিয়া শারমিন,ওয়াই পি এ জি এর কো অর্ডিনেটর রিয়াজ শেখ, আত্মকর্মী সফল যুবক আতিয়ার রহমান।

জাতীয় যুব দিবসের এ আয়োজনের মাধ্যমে যুবসমাজকে দক্ষতা অর্জন, উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং কর্মমুখী উদ্যোগে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার প্রত্যাশা করা হয়।

আলোচনা এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন এলাকার যুবক ও যুবতীর এবং যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য সদস্যবৃন্দ।

মেহেরপুর বাজারে কমেছে অধিকাংশ সবজির দাম

মেহেরপুরের বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়তে শুরু করেছে। এর প্রভাবে সপ্তাহের ব্যবধানে কমেছে প্রায় সব ধরনের সবজির দাম। কেজিপ্রতি ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত দাম কমায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ক্রেতাদের মধ্যে। পাশাপাশি বাজারে মাছের সরবরাহও ভালো রয়েছে। গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু মাছের দামও কমেছে। তবে পণ্যের দাম কমলেও আশানুরূপ বেচাকেনা না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়ায় বাজারে লাউ, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি পর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে। সরবরাহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমেছে অধিকাংশ সবজির দাম। অন্যদিকে মাছের বাজারেও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পর্যাপ্ত সরবরাহ দেখা গেছে।

বাজারে বর্তমানে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ৮৫ টাকা, টমেটো ১৪০ টাকা, কাঁচামরিচ ৪০ টাকা, বেগুন ৫০ টাকা, শসা ৬০ টাকা, আদা ২০০ টাকা, আলু ২৫ টাকা, কচু ৪০ টাকা, কলা ৩৫ টাকা, লাউ ২৫ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, বরবটি ৪৫ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা, ওল ৬০ টাকা, লালশাক ৩০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৩০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৩৫ টাকা, ঝিঙে ৩৫ টাকা, উচ্ছে ৮০ টাকা, পুঁইশাক ২০ টাকা, শিম ৪৫ টাকা, ফুলকপি ২৫ টাকা এবং মুলা ৩৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৮ টাকা, রসুন ৭০ টাকা, টমেটো ১২০ টাকা, কাঁচামরিচ ২৫ টাকা, বেগুন ৪০ টাকা, শসা ৪৫ টাকা, আদা ১৭০ টাকা, আলু ১৭ টাকা, কচু ৩০ টাকা, কলা ২৫ টাকা, লাউ ১৫ টাকা, পেঁপে ১০ টাকা, বরবটি ২৫ টাকা, গাজর ১৩০ টাকা, ওল ৪০ টাকা, লালশাক ২০ টাকা, পটল ২০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ২০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ২৫ টাকা, ঝিঙে ২৫ টাকা, উচ্ছে ৭০ টাকা, পুঁইশাক ১০ টাকা, শিম ৩০ টাকা, ফুলকপি ১৬ টাকা এবং মুলা ২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ক্রেতা সেলিম মিয়া বলেন, বাজারে সব ধরনের সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় ২০ থেকে ৩০ টাকা কমেছে। এখন বাজারে প্রায় সব ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে।

আরেক ক্রেতা রকিবুল ইসলাম বলেন, গত সপ্তাহে শিম কিনেছিলেন ৯০ টাকা কেজি দরে। আজ কিনেছেন ৪০ টাকা কেজি দরে। সব ধরনের সবজির দাম অনেকটাই কমেছে। আগের তুলনায় এখন অল্প টাকায় বেশি সবজি কেনা যাচ্ছে।

তবে সবজির দাম কমায় খুশি নন খুচরা ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী জাব্বার বলেন, প্রতি সপ্তাহেই ২০ থেকে ৩০ টাকা করে সবজির দাম কমছে। এতে তাঁদের বেচাকেনা অনেক কমে গেছে। আজ সারাদিনে মাত্র ৪০০ টাকার সবজি বিক্রি করেছেন। পাইকারি দোকানের সামনে খুচরা ব্যবসায়ীরা সবজি বিক্রি করায় তাঁদের ক্রেতা কমে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে।

এদিকে মাছের বাজারেও সরবরাহ ভালো রয়েছে। বর্তমানে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩৫০ টাকা, সিলভার কার্প ২৩০ টাকা, তেলাপিয়া ২০০ টাকা, পাঙ্গাস ২০০ টাকা, গ্লাসকার্প ৩০০ টাকা, কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯৫০ টাকা, জিউল মাছ ৩০০ টাকা, কই ২০০ টাকা এবং বাটা মাছ

১৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩২০ টাকা, সিলভার কার্প ১৯০ টাকা, তেলাপিয়া ১৭০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, গ্লাসকার্প ২৭০ টাকা, কাতলা ৩৫০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৮২০ টাকা, জিউল মাছ ২৬০ টাকা, কই ১৭৫ টাকা এবং বাটা মাছ ১৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ক্রেতা ফয়সাল আহমেদ বলেন, কয়েক মাস ধরে মাছের দাম অনেক বেশি। তবে আজ গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা দাম কম মনে হচ্ছে। বাজারে সব ধরনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী শ্রী পান কৃষ্ণ হালদার বলেন, বর্তমানে বাজারে মাছের সরবরাহ বেশ ভালো। সব ধরনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে মাছের দাম কিছুটা কমেছে। তবে খুচরা ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা খুবই কম। পাইকারি দোকানের সামনে খুচরা মাছ বিক্রির কারণে তাঁদের বেচাকেনা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

এদিকে বাজারে প্রতি কেজি খাসির মাংস ১ হাজার ১০০ টাকা, গরুর মাংস ৮০০ টাকা, ছাগির মাংস ৯০০ টাকা, ব্রয়লার মুরগি ১৮০ টাকা, সোনালি মুরগি ৩০০ টাকা, লেয়ার মুরগি ৩৮০ টাকা, দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা, চিনাহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চালের বাজারে আটাশ চাল ৫৫ টাকা ও লালস্বর্ণা চাল ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতি কেজি আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে শীতের আগমনে বাজারে সবজির সরবরাহ বাড়তে শুরু করায় দাম কমেছে অধিকাংশ সবজির। এতে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও বেচাকেনা কমে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুরে জামায়াতের অভিযোগের পর যুবদলের প্রতিবাদ

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সংবাদ সম্মেলনে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, ব্যবসায়ীদের নির্যাতন ও টর্চার সেলের মতো গুরুতর অভিযোগে যুবদলের নাম জড়ানোর প্রতিবাদ জানিয়েছে মেহেরপুর জেলা যুবদল। সংগঠনটির দাবি, অভিযোগে উল্লেখ করা মিঠুন যুবদলের কোনো ইউনিটের কোনো পদে দায়িত্বশীল নন। তাঁর ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের দায় সংগঠন নেবে না।

গত শুক্রবার জামায়াতের সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ উত্থাপনের এক দিন পর গতকাল শনিবার জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মো. কাওছার আলী স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদলিপিতে এ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়।

লিপিতে বলা হয়, যুবদলের নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে কেউ চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সন্ত্রাস কিংবা সাধারণ মানুষকে হয়রানি করলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হচ্ছে। অপরাধীর কোনো দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না। অভিযোগের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়, কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের দায় প্রমাণ ছাড়া একটি বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। যুবদলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য দেওয়া থেকেও সংশ্লিষ্টদের বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে জেলা যুবদল আরও দাবি করে, সংগঠনটি কোনো সন্ত্রাসী বা চাঁদাবাজকে প্রশ্রয় দেয় না। যুবদল সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।

মেহেরপুরে এইচএসসির ফলাফলে বিপর্যয়

চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে মেহেরপুর জেলায় হতাশাজনক চিত্র দেখা গেছে। জেলার ১৮টি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৩ হাজার ৫৯২ শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ১ হাজার ৪৫৭ জন। সে হিসাবে জেলায় গড় পাসের হার ৪০ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এ বছর জেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪২ জন শিক্ষার্থী।

জেলার ফলাফলে সবচেয়ে ভালো করেছে গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ। অন্যদিকে, মড়কা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া দুই শিক্ষার্থীর কেউই পাস করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার শূন্য শতাংশ।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফলাফলে পাসের হারে জেলার শীর্ষে রয়েছে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন জিপিএ-৫সহ মোট ৮৫ জন পাস করেছে। পাসের হার ৯৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ। অন্যদিকে, জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যায় এগিয়ে রয়েছে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রতিষ্ঠানটি থেকে ২০ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

জেলার কলেজভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে ৭৪৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২০ জন জিপিএ-৫সহ ৪৩৩ জন পাস করেছে। পাসের হার ৫৭ দশমিক ৯৭ শতাংশ। মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ থেকে ৬০ জনের মধ্যে একজন জিপিএ-৫সহ ৩৩ জন পাস করেছে। পাসের হার ৫৫ শতাংশ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ৫১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২৪০ জন। পাসের হার ৪৬ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গাংনী মহিলা কলেজ থেকে ২৮৩ জনের মধ্যে ১২৯ জন পাস করেছে। পাসের হার ৪৫ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৯২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারজন জিপিএ-৫সহ ৩৭ জন পাস করেছে। পাসের হার ৪০ দশমিক ২২ শতাংশ। গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে ৪০৫ জনের মধ্যে একজন জিপিএ-৫সহ ১৫০ জন পাস করেছে। পাসের হার ৩৭ দশমিক ০৪ শতাংশ।

হতাশার মধ্যে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের উচ্চ পাসের হার এবং মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সাফল্য ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

গাংনীতে শেয়ালের কামড়ে আহত ১১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা ও মাইমারি গ্রামে শেয়ালের কামড়ে অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন।

শনিবার (৩১ অক্টোবর) বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পৃথক এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলের দিকে মাঠের মধ্য থেকে একটি শেয়াল লোকালয়ে প্রবেশ করে। এ সময় সামনে যাঁদের পেয়েছে, তাঁদের একের পর এক কামড়ে আহত করে শেয়ালটি।

পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. সোহেল রানা জানান, শেয়ালের কামড়ে আহত বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে।

এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।